বাংলাদেশ; কোন পথে! রিয়ার ভিউ মিররে (৩)

আওয়ামী লিগ এবং রাজনীতি: বৃটিশদের সেবাদাস নবাব, জমিদার'দের ড্রয়িং রুম থেকে রাজনীতি'কে সাধারন মানুষের নাগালের মধ্যে আনার মধ্যে দিয়েই আওয়ামী লিগের জন্ম। মাওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরর্য়াদী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের মত কালজয়ী নেতৃত্ব বিভিন্ন সময়ে এই দলের কান্ডারী ছিলেন। বাঙালি জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান '৭০ সালের জাতীয় নিব্বাচনে মুসলিম লীগের অভিজাত শ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তিসহ বিভিন্ন দলের ডাকসাইটে প্রার্থীদের ভরাডুবি ঘটিয়েছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা গৃহস্থ পরিবারের পোড় খাওয়া দলীয় র্কমীদের নৌকা প্রতীকে মনোনয়ন দিয়ে। মনোনয়ন বাণিজ্য দূরে থাক, পয়সাওয়ালাদেরও নৌকায় তোলেননি। তুলেছিলেন দলের প্রতি অনুগত র্কমীদের। আওয়ামী লীগ ছিল গরিবের দল। পথটি ছিল আর্দশ, নীতিবোধ ও গণমানুষের অধিকার আদায়ের।

আওয়ামী লীগের জন্মলগ্ন থেকেই এই দেশের মূল রাজনীতি, আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। স্বাধীনতার পূর্বে প্রথমে মুসলিম লীগ এবং পরর্বতীতে ন্যাপ (ভাসানী) আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল। স্বাধীনতার পর এই দুই দলের সর্মথকরা, আওয়ামী লীগের সাময়িক প্রতিপক্ষ জাসদের মৌন সর্মথক ছিল। পরর্বতীতে বি, এন, পি এবং জাতীয় পার্টি'তে তারা বিলীন হয়ে যায়। চীন পন্থী ন্যাপ (ভাসানী) এর বামপন্থী সর্মথক'রা পরর্বতীতে সারাটা জীবন নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ডানপন্থী প্লাটর্ফম থেকে আওয়ামী লীগের অন্ধ বিরোধীতা করে গ্যাছেন এবং যাচ্ছেন! যার ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ হয়ে উঠে দেশের প্রগতিশীল, র্ধমপ্রান কিন্তু অসাম্প্রদায়িক এবং মুক্তচিন্তাধারার মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের, প্রগতিশীল, র্ধমপ্রান কিন্তু অসাম্প্রদায়িক; সংখ্যালঘু এবং মুক্তচিন্তাধারার মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল আওয়ামী লিগ, আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ব্যর্াথ নেতৃত্বের কারনে স্মরনকালের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। সেই আসন্ন বিপর্যয়ের সময় শেখ হাসিনা'র চার পাশের সুযোগ সন্ধানী চাটুকারদের মধ্যে যে প্রায় সবাই দেশ ত্যাগ করবেন তা একপ্রকার নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। কিন্তু হায়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের র্ধমপ্রান সাধারন মানুষ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তৃনমূল পর্যায়ের সৎ, ত্যাগী আওয়ামী লিগ নেতা-র্কমীদের'তো এই দেশেই থাকতে হবে; এবং খুব সম্ভবত অসংখ্য নেতা-র্কমীদের' তাদের নিজেদের রক্ত এবং জীবন দিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ব্যর্াথতার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

মাহফুজ আনাম এর ভাষায় (সম্পাদক, ডেইলি স্টার), "এটা দুঃখজনক ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে শেখ হাসিনার সরকার সাড়ে চার বছর দেশ শাসন করার পর মানুষ বলতে বাধ্য হচ্ছে, এই সরকার মূলত অহংকার, খামখেয়াল ও প্রতিহিংসার ওপর ভিত্তি করে চলেছে এবং 'পরির্বতনের রাজনীতি' প্রর্বতনের ঐতিহাসিক সুযোগ হাতছাড়া করেছে। এ ছাড়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলাদেশ ও এর রাজনীতিকে বদলে দেওয়ার সুযোগও তারা হারিয়েছে। অথচ আওয়ামী লীগ এই পরির্বতন বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েই জনগণের কাছে ভোটপ্রার্থনা করেছিল। জনগণ তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে ঠিকই, কিন্তু আওয়ামী লীগ কথা রাখেনি। 'পরির্বতনের রাজনীতি'র পরিবর্তে তারা নিজেদের অহংকার, খামখেয়াল ও প্রতিহিংসা সহযোগে 'পুরোনো রাজনীতি'র ধারাই বহাল রেখেছে।

সরকারের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে তাদের অহংকারের পরিণামে পদ্মা সেতুর ঋণ বাতিলের ঘটনা, তাদের খামখেয়ালির্পূণ আচরণের কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার বিলুপ্তি এবং তাদের প্রতিহিংসার কারণে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি গত সাড়ে চার বছরের আচরণ এবং গ্রামীণ ব্যাংককে টুকরা টুকরা করার প্রক্রিয়া শুরুর ঘটনার চেয়ে ভালো কোনো উদাহরণ আমাদের সামনে নেই"।

সম্প্রতি গাজীপুর এবং আরো চার সিটি নিব্বাচনেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে এটি প্রার্থীদের পরাজয় নয়, বরং সরকারের শেয়ার বাজারে ধস, পদ্মা সেতু প্রকল্পে র্দুনীতি, যুবলীগের ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি- বিশ্বজিত হত্যাকাণ্ড, সুশাসনের অভাব, সরকারি দলের নেতাদের আক্রমণাত্মক বক্তব্য, সংযম ও সমঝোতার রাজনীতির অভাব এবং প্রফেসর ইউনুস এর মত সম্মানিত মানুষ'কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সরকারের আদা-জল খেয়ে নামার ঘটনায় জনগণ হতাশ হয়ে এই গণরায় দিয়েছে।

মুখটা আপা আপা, শরীরটা খালা খালাঃ সারা দেশেই দলে আর্দশবান-ত্যাগী র্কমীরা কোণঠাসা। চিরচেনা, চিরসবুজ, চির সংগ্রামী আওয়ামী লীগ আজ ব্যর্থ নেতৃত্বের কারনে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে ভঙ্গুর অবস্থা। হারিয়েছে সেই গণমুখী রাজনীতির চরিত্র। সাংগঠনিক র্কমকাণ্ড নেই। আছে ভাগাভাগির লড়াই। সিন্ডিকেটর্নিভর দলাদলি। ত্যাগী নেতা-র্কমীদের আড়াল করে ভাসছে লুটেরা কালো বিড়াল মুখ। আজকের রাজনীতিতে যদি মুখটা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ, শরীরটা সুবিধাবাদী ব্যাবসায়ী, হয় তাহলে সামনে গিয়ে কি দাঁড়াবে তার উত্তর দলের শীর্ষ নেতাকেই খুঁজতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষ কোনো বাড়াবাড়িকে পছন্দ করে না। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব গত সাড়ে চার বছর ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। সবকিছুতে ছিল খামখেয়ালী,অহমিকা, দাম্ভিকতা। অন্য দল দূরে থাকুক, নিজের ত্যাগী নেতা-র্কমীদের মূল্যায়ন করেনি। র্বতমান নেতৃত্ব দেশ শাসন করেছে আবুল হোসেন, দীপু মনি, গুপ্ত বাবু, ম, খা আর ফারুক খানের মত সুবিধাবাদী ব্যাবসায়ী, অদক্ষ মন্ত্রিসভা আর অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের দিয়ে। দুঃসময়ের মানুষরা কোথাও কেউ ছিলেন না।

রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় র্দূনীতি, অদক্ষতার কারণেই সরকারকে বার বার বিভিন্ন কেলেঙ্কারি নিয়ে বিব্রত হতে হয়েছে। শেয়ার কেলেঙ্কারি, হলর্মাক কেলেঙ্কারি, রেল কেলেঙ্কারি, পদ্মা সেতু কেলেঙ্কারি ছিল মানুষের মুখে মুখে। এ কঠিন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো যোগ্য ও দক্ষ লোকজন এখন আওয়ামী লীগে নেই। বুকভরা দুঃখ নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে চলে গেলেন ত্যাগী আবদুর রাজ্জাক, আবদুল জলিল।

যদিও নুরে আলম সিদ্দিকি'র মত ডানপন্থীরা আওয়ামী লিগের র্বতমান দুরবস্থার জন্য প্রাক্তন কমিউনিস্টদের দায়ী করেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম নয়। আওয়ামী লীগের সবচেয়ে সফল, সৎ এবং দক্ষ মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, নুরুল ইসলাম নাহিদ দুইজনই প্রাক্তন কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টরা আওয়ামী লীগে প্রতাপশালী হলেও, তারা সৎ এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের একজনও সন্তানের উত্তারাধিকার হিসাবে রেখে যান নাই। ব্যাতিক্রম র্অথমন্ত্রী মূহিত; ডেসটিনি, হলর্মাক, শেয়ার মার্কেটের কেলেংকারীর কারনে যার বহু আগেই মান-সম্মানের সাথে আবসর নেয়া উচিত ছিল।

শেখ হাসিনা র্কতৃক প্রবীণ রাজনীতিবিদদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের চূড়ান্ত প্রকাশ স্পিকার নিব্বাচনের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সভায় যেভাবে সংরক্ষিত মহিলা আসন থেকে শিরীন শারমিন চৌধুরী'কে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় স্পিকারের আসনে বসানো হয়েছে তাতে না র্পালামেন্টারি বোর্ডে না সংসদীয় দলের বৈঠকে একজন নেতাকেও সাহস করে দেখা যায়নি দ্বিমত করে বেরিয়ে আসতে বা নোট অব ডিসেন্ট দিতে। এই স্পিকার নিব্বাচন মানতে না পারলে আপত্তি করুন। আপত্তি করতে না পারলে চুপ করে বসে থাকলেই পারতেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি ছিলেন ডেপুটি স্পিকার র্কনেল (অব.) শওকত আলী। মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা অনন্যসাধারণ। সাড়ে চার বছরের মাথায় এসে কন্যার বয়সী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সংরক্ষিত মহিলা আসন থেকে স্পিকার নিব্বাচিত হওয়ার পর সংসদ নিব্বাচনে পাঁচবারের বিজয়ী র্কনেল শওকত আলী ডেপুটি স্পিকারের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে পারেননি। আমার মতে, এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ হিসাবে তিনি অন্তত পদত্যাগ করতে পারতেন।

আওয়ামী লীগের জন্ম, বিকাশ ও তার সংগ্রামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের, মিলের চেয়ে অমিল অনেক বেশী। বিশেষত, র্বতমান শাসনাকালে আওয়ামী লিগ যে ভাবে আত্মহননের মাধ্যমে ধ্বংসের দিকে অতিদ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে তাতে দেশের প্রগতিশীল, র্ধমপ্রান কিন্তু অসাম্প্রদায়িক এবং মুক্তচিন্তাধারার মানুষের জন্য শুধু মাত্র দুশ্চিন্তা নয়, বরং আতঙ্কের ব্যাপার। অনেকেই মনে করেন, চাটুকার পরিবেষ্টিত একরোখা নেতৃত্বের একের পর এক, অপ্রয়োজনীয় ভূল সিদ্ধান্তের কারনে আওয়ামী লিগ আজ ৭৫'এর চেয়ে বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বিরোধী দলের উদ্দেশে বলেন, দেশে আর কোনো অসাংবিধানিক সরকারের প্রয়োজন নেই। অসাংবিধানিক সরকার আনার চেষ্টা করবেন না। তাতে কারও ভালো হবে না, নিব্বাচনই হবে না! প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথার্বাতা, হাবভাব এবং র্কমকান্ডে মনে হচ্ছে তিনি জনগন থেকে সর্ম্পূন বিচ্ছিন্ন এবং বোকার স্বর্গে বাস করছেন। আগামী ছয়মাস পরে দেশে তিনি এবং তার দলের সামনে যে ৭৫ এর চেয়ে বড় বিপর্যয় অপেক্ষা করছে সেই ব্যাপারে সর্ম্পূন উদাসীন।

৭৫ এর পরে আওয়ামী লিগের বিশাল পরিক্ষীত ত্যাগী নেতা এবং র্কমী বাহিনী অক্ষত ছিল। তারাই র্দীঘ একুশ বছর ধরে সব অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে ৯৬ এর নিব্বাচনে আওয়ামী লিগ'কে ক্ষমতায় আসতে মূল ভূমিকা রাখে। আজকের আওয়ামী লিগে সেই বিশাল পরিক্ষীত ত্যাগী নেতা এবং র্কমী বাহিনী'র ৫ শতাংশ'ও অবশিষ্ট আছি কিনা তা নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। ৭৫ পরর্বতী'তে আওয়ামী লিগের অন্যতম শক্তি ছাত্রলীগ আজ সবচেয়ে বড় দায়ভারে পরিনত হয়েছে। সম্প্রতি একমাস আগে ঢাকায় অবস্থান কালে, আওয়ামী লিগের কয়েকজন সংসদ সদস্য'কে এই ব্যাপারে তাদের মতামত জানতে চাইলে তাদের সবার উত্তর ছিল, 'সভানেত্রী'কে জিজ্ঞেস করুন'।

আসলেই ব্যাপারটা তাই। সরকার এবং আওয়ামী লিগ প্রধান হিসাবে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী শেখ হাসিনা' কোনভাবেই তার এই ঐতিহাসিক র্ব্যাথতার দায় এড়াতে পারবেন না। দূর্নীতিবাজ মন্ত্রিদের সাজা না দিয়ে; কাছে টেনে, এমনকি 'দেশপ্রেমিক' আখ্যায়িত করে তিনি দূর্নীতিকেই প্রশয় দিয়েছেন আর জনমতের প্রতি দেখিয়েছেন চরম অবজ্ঞা। তার এই একগুয়েমী, তোষামদপ্রিয়তা এবং অহংকার; তাকে ক্রমেই বাস্তবতা থেকে দূরে ঢেলে দিয়েছে আর দলকে করেছে দূব্বল।

অতীতে সরকার হিসাবে আওয়ামী লিগ ব্যর্থ হলেও, বরাবরই দল হিসাবে আওয়ামী লিগের সাংগঠনিক শক্তি ছিল ঈর্ষনীয়। বর্তমান শাসনাকালে প্রধানমন্ত্রীর খেয়াল খুশীমত দল ও সরকারে, 'যাকে খুশি তাকে' নেতা ও মন্ত্রী করা হয়েছে। হানিফ, দীপু মনি, শিরিন শারমীন, আশরাফুল ইসলাম'দের মত অনভিজ্ঞ, অদক্ষ এবং অপরিক্ষিত ব্যাক্তিদের গুরুত্বর্পূন পদে বসানোর ফলে, সারা দেশব্যাপী ব্যাপক সাংগঠনিক বিপর্যয়, তীব্র সমন্বয়হীনতা আর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। তোফায়েল আহমেদ থেকে শুরু করে, চুন্নু, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, খ, ম, জাহাঙ্গীর, সুলতান মোহাম্মদ মনসুরদের মত দক্ষ, ত্যাগী এবং পরিক্ষিত নেতাদের চরম ভাবে অপমানিত করে নিস্ক্রিয় করে রাখার ফলে কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত দলের চেইন অব কমান্ড ধ্বংস হয়ে যায়। ত্যাগী এবং দক্ষ্য নেতৃত্বের সাথে সুবিধাবাদী এবং অদক্ষ্য নেতৃত্বের পার্থক্য ওবায়দুল কাদের এবং আবুল হোসেনের মধ্যে তুলনা করলেই পরিস্কার হয়ে যায়।

সংসদ নিব্বাচনে মৃত এবং সাবেক নেতা-নেত্রীদের ছেলে-মেয়েদের নমিনেশন পাওয়াটা বর্তমানে আওয়ামী লিগের অলিখিত আইনে পরিনত হয়েছে। তার ফলে সংগত কারনেই স্থানীয় দক্ষ, ত্যাগী এবং পরিক্ষিত নেতা-র্কমীরা দলের বিপদে আর মাঠে নামছেন না। যার প্রমান মিলেছে চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে; দেশের ইতিহাসে এই প্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লিগের সর্মথকদের সাপের মত পিটিয়ে মেরছে সরকার বিরোধীরা।

আওয়ামী বিপর্যয় এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিঃ প্রয়াত আহমেদ ছফা যর্থাথই বলেছিলেন, "যখন আওয়ামী লিগ বিজয়ী হয়, তখন শুধু মাত্র আওয়ামী লিগই জয়ী হয়; কিন্তু যখন আওয়ামী লিগ পরাজিত হয়, তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব শক্তিই পরাজিত হয়"। সঠিক নেতৃত্বের অভাব এবং রাজনৈতিক মেরুকরনের ফলে, বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের প্রায় সব শক্তি আজ নৌকা'য় উঠেছে। তাই এইবার আওয়ামী লিগ বিপর্যয়ের পাশাপাশি, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সব শক্তি'র অস্তিত্ব বিপন্ন হবার অশংকা রয়েছে।

আওয়ামী লিগ সরকারের গঠনমূখী সমালোচনা না করার পরিবর্তে, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি'র আওয়ামী লিগ সরকারের প্রতি অন্ধভাবে ঢালাও সর্মথন প্রদানের ফলে আজকের এই পরিস্থীতির সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি'র সবসময় মনে রাখা উচিত, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি (পরে নয়) ডেসটিনি, হলমার্ক,শেয়ার মার্কেট, রানা প্লাজা, সাগর-রুনি আর বি ডি আর এর হত্যাকান্ডের বিচার'ও সাধারন মানুষের কাম্য। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি' সাধারন মানুষের সর্মথন এবং সহানুভূতি হারাতে বাধ্য। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
নাজমুল আহসান শেখ, ১০ জুলাই ২০১৩ সিডনী